চাঁদ সুলতানা পুরস্কার পেলেন ড. হালিমা খাতুন

গবেষণা, শিক্ষা ও শিশুসাহিত্যে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ‘চাঁদ সুলতানা পুরস্কার ২০১৪’ পেলেন ড. হালিমা খাতুন। শিশু-শিক্ষা, শিশুদের পাঠ্যক্রম পাঠ্যবই ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে বয়সের ভারে ন্যূব্জ হলেও এখনো নিজস পরিমণ্ডলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন এই ভাষা সৈনিক।

বুধবার ধানমন্ডির ঢাকা আহছানিয়া মিশন ভবন অডিটোরিয়ামে চাঁদ সুলতানার তিরোধান দিবসে অশীতিপর এই কর্মবীরের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক। সম্মাননা স্মারক ও প্রত্যয়ন-পত্র ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইইআর) এর সাবেক এই পরিচালকের হাতে পুরস্কারের এক লাখ টাকার একটি চেক ও চাঁদ সুলতানা রচিত গ্রন্থ তুলে দেয়া হয়।

চাঁদ
পুরস্কা
০১৪
দান
০১৫

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট)-এর সাবেক উপাচার্য ড. এম এইচ খান, মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগের কো-অর্ডিনেটর মমতাজ খাতুন প্রমুখ।

জীবন সায়াহ্নে এসে পুরস্কার পেয়ে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে ড. হালিমা খাতুন বলেন, কোন পথে যেন আমার আমার অন্তরে শিক্ষার আলো বাসা বাঁধে। বর্ণমালার হাত ধরে আমি পৃথিবীর এতটা পথ পরিভ্রমণ করেছি। শেলী, কিটস আর বায়রন না পড়িয়ে শিশুদের ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে বর্ণমালা তৈরি করেছি। প্রত্যাশা করি শিক্ষার আলোয় যেন দেশের অশান্তি, অনাসৃষ্টি এবং অনাচারের যেনো অবসান হয়।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক বলেন,

পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে আমাদের শিক্ষার মান বাড়লেও নৈতিক মানে বাড়েনি। এই দিকটাতেই এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া দরকার। শিশুদেরকে দেশ প্রেমের সংস্কৃতি-প্রেমের শিক্ষা দিতে হবে। আর এগুলোর সবকিছুই শুরু হতে হবে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে, পরিবারের অভ্যন্তরে। সে কাজে আমরা যার যার অবস্থান থেকে এক একজন শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারি।

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, সুবিধাবঞ্চিত ও পশচাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উদ্ভাবনীমূলক উপকরণ উন্নয়ন, কার্যক্রম পরিচালনা বা গবেষণা এবং ক্যান্সার ও এইডসসহ দুরারোগ্য ব্যাধি প্রতিরোধ-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা আহছানিয়া মিশন প্রয়াত উপকরণ উন্নয়নবিদ ও সাক্ষরতা কুশলী চাঁদ সুলতানার স্মরণে ২০০১ সালে চাঁদ সুলতানা পুরস্কার প্রবর্তন করে। এ পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য ৮ জন ব্যক্তি ও ৫টি প্রতিষ্ঠানকে চাঁদ সুলতানা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।